

প্রশিক্ষার্থীদের করা প্রশ্ন ও তার সম্ভাব্য উত্তরঃ

ঝালকাঠি

প্রশ্নঃ ১) টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন কি এবং এর কাজ কি?

উত্তরঃ টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন হচ্ছে ডিজিটাল আইডি বা একাউন্ট সিস্টেমে প্রবেশের জন্য ব্যবহারকারীকে যাচাইয়ের একটি নিরাপত্তা পদ্ধতি। এটি গ্রাহক/ব্যবহারকারীর অনলাইন একাউন্টের নিরাপত্তা নিশ্চিতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশনের কাজঃ টু ফ্যাক্টর টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন ব্যবহারকারীকে যাচাইয়ের মাধ্যমে তার ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বা অন্য কোন ডিজিটাল একাউন্টের অতিরিক্ত সুরক্ষা প্রদান করে এবং এতে অ্যাকাউন্ট হ্যাক হওয়ার ঝুঁকিও অনেক কমে যায়।

টু ফ্যাক্টর অথেনটিকেশনের পদ্ধতিঃ টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন সেট করার দুটি পদ্ধতি আছে। প্রথমটি হলো টেক্সট মেসেজ অপশন এবং অপরটি হলো যেকোনও অথেনটিকেশন অ্যাপ ব্যবহার করে। যেমন- গুগল অথেনটিকেটর অথবা ডুও মোবাইল। এই ফিচার ব্যবহার করতে নিচের কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হবে-

১. প্রথমেই নিজের ফেসবুক আইডিতে প্রবেশ করুন।
২. সেটিংস অপশনে যান।
৩. সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন অপশনে ক্লিক করুন।
৪. সিকিউরিটি অ্যান্ড লগইন অপশনে আপনি চেক্স পাসওয়ার্ড এবং লগ ইন উইথ ইওর প্রোফাইল পিকচার অপশন দেখতে পাবেন। তার নিচেই আছে টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অপশন।
৫. এবার টু-ফ্যাক্টর অথেনটিকেশন অপশনে ক্লিক করুন।

প্রশ্ন ২) একজন ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যক্তির ছবিকে অশ্লীল/বিকৃতভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমে ফেসবুক বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছেড়ে দিলে এর বিরুদ্ধে প্রতিকার কী?

উত্তরঃ ফেসবুকে আপত্তিকর স্ট্যাটাস, বিদ্বেষমূলক কথা বা হেট স্পিচ দিয়ে, ছবি বিকৃত করে, ভুয়া পেজ ও আইডি খুলে এধরনের অপরাধসমূহ সংঘটিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রতিকারের উপায় রয়েছে। ভুক্তভোগী চাইলে যিনি হয়রানি করছেন তার বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় অভিযোগ করতে পারেন। এছাড়াও ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারেন। তবে এসব ক্ষেত্রে যত বেশি সম্ভব তথ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহ করে রাখুন। তথ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে-

১. সংশ্লিষ্ট আইডির ইউ আর এলসহ স্ক্রীনশট সংগ্রহ করে রাখুন।
২. পোস্টের তারিখ ও সময়সহ ইউ আর এল সংবলিত তথ্যের এক বা একাধিক কপি প্রিন্ট করে রাখুন।
৩. কোন ভাবেই সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রমাণ মুছে ফেলবেন না বা ডিলিট করবেন না।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের পাশাপাশি আপনি সাইবার ট্রাইব্যুনাতে পিটিশন মামলা দায়ের করতে পারেন। অন্যদিকে টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিটিআরসিতে অভিযোগ করতে পারেন, সমাধান মিলবে। যদি একান্তই এসব কিছু করা না যায় তাহলে (ফেসবুকের মাধ্যমে কোনও কিছু ঘটলে) ফেসবুকে সরাসরি রিপোর্ট করারও ব্যবস্থা রয়েছে। উপযুক্ত তথ্যাদি দিতে পারলে ফেসবুক আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে।

প্রশ্ন ৩): কিভাবে বুঝবো যে আইডি হ্যাক হয়েছে?

ফেসবুক অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়ে গেলে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভীতি কাজ করে। কারণ একাউন্ট হ্যাক হওয়া মানে আমাদের ব্যক্তিগত তথ্য অন্যের হাতে চলে গেছে। এসময় অস্থির না হয়ে ঠান্ডা মাথায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে আইডি হ্যাক হয়েছে কি-না এ বিষয়ে প্রথমে নিশ্চিত হতে হবে।

উত্তরঃ আপনার অ্যাকাউন্ট হ্যাক হয়েছে কিনা তা জানতে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে-

- ১) প্রথমে সেটিংস অপশনে ক্লিক করুন;
- ২) এরপর সিকিউরিটি এন্ড লগ ইন অপশনে যান;
- ৩) পরবর্তীতে হোয়ার ইউআর লগড ইন অপশনে যান। এখানে আপনি আপনার লগ ইন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য দেখতে পাবেন;
- ৪) সেখানে গিয়ে লগ ইন এক্টিভিটি বা লগ ইন ডিভাইস সংক্রান্ত তথ্য অথবা লগ ইন করার সময় পর্যালোচনা করে যদি দেখতে পান যে আপনি ওই একই সময়ে বা একই ডিভাইস দিয়ে লগ-ইন করেননি কিংবা আপনি নিজে সংশ্লিষ্ট পোস্ট বা বার্তা শেয়ার বা প্রেরণ করেননি তবে আপনার অ্যাকাউন্ট বা আইডিটি হ্যাক করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া যায়।

প্রশ্ন ৪) ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক শেয়ার করা উচিত কিনা?

উত্তরঃ না, কারো সাথে ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক শেয়ার করা উচিত নয়। কেননা, আপনার শেয়ারকৃত ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক অপর কোন ব্যক্তি যেকোন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকান্ডে ব্যবহার করতে পারে। এছাড়াও পাবলিক ওয়াইফাই এর নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে হ্যাকাররা আমাদের ডিভাইস থেকে তথ্য চুরি করার জন্য ওঁত পেতে থাকতে পারে। তাই যতটা সম্ভব নিজের ওয়াইফাই নেটওয়ার্ক অপরের সাথে শেয়ার করা কিংবা ফ্রি পাবলিক ওয়াইফাই ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

প্রশ্ন ৫) আমি যদি আমার ফেসবুক একাউন্টে সবসময় লগ ইন করে রাখি তাহলে কি সমস্যা হতে পারে?

উত্তরঃ আপনার ফেসবুক একাউন্ট লগ ইন করে রাখলে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ আপনার কোন তথ্য চুরি করবেনা। কেননা আপনার প্রদত্ত সকল তথ্য এমনিতেই ফেসবুকের সার্ভারে জমা থাকে। তবে সবসময় আপনার ফেসবুক আইডি লগ ইন করে রাখলে ফেসবুক হ্যাকারগণ হ্যাকিং বা সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে আপনার ফোনের তথ্য চুরি করতে বা হাতিয়ে নিতে পারে। তাই ফেসবুক আইডি ব্যবহারের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে আপনার ফেসবুক আইডি অবশ্যই লগ আউট করে রাখুন।

প্রশ্ন ৬): ফেসবুকে যেকোন ব্যক্তি ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালেই কি তা গ্রহণ করবো?

উত্তরঃ ফেসবুক বা অন্য কোন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট পাঠালেই তা গ্রহণ করতে হবে বিষয়টি এমন নয়। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কে আপনার ফ্রেন্ড কে হবে সেটা আমার স্বাধীনতা। সবচেয়ে ভালো হয় অপরিচিত ব্যক্তির ফ্রেন্ড রিকুয়েস্ট গ্রহণ না করা।